#RiseWithRICE

RICE IAS

# প্রত্যাশিত
# EDITORIAL EXPLAINED

*for*

## IAS মেইনস পরীক্ষা

$08^{th}$ Jun *to* $13^{th}$ Jun 2026

# INDEX


1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** — **01**
   - 1.1. ভূগোল — 01
     - 1.1.1. ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু: আশঙ্কার একটি মরশুম — 01
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** — **05**
   - 2.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা — 05
     - 2.1.1. উচ্চশিক্ষায় ফেডারেলিজম বা রাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমঝোতা — 05
     - 2.1.2. ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি শূন্যপদ: উচ্চশিক্ষার ওপর এর প্রভাব — 09
   - 2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — 14
     - 2.2.1. ভারত-ওমান CEPA: ভারতের রপ্তানি এবং কৌশলগত স্বার্থের এক নতুন প্রবেশদ্বার — 14
3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** — **19**
   - 3.1. অর্থনীতি — 19
     - 3.1.1. ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th CPC): বেতন কমিশন সংস্কারের একটি সুযোগ — 19
     - 3.1.2. বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ, কিন্তু শ্রমিকেরা এখনও অসুরক্ষিত — 22


***


**Scan to know more about our courses...**

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

# সাধারণ অধ্যয়ন ১

## 1.1. ভূগোল

### 1.1.1. ভারত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু: আশঙ্কার একটি মরশুম

**প্রেক্ষাপট**

- দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ২০২৬ সালের ৪ঠা জুন কেরালায় পৌঁছায়, যা তার স্বাভাবিক আগমনের তারিখের চেয়ে তিন দিন এবং ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) নিজস্ব পূর্বাভাসের চেয়ে চার দিন পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম মৌসুমি বায়ুর আগমন সংক্রান্ত পূর্বাভাসে এই ধরনের ভুলত্রুটি দেখা গেল।
- উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ভারত, দক্ষিণ উপদ্বীপ এবং মৌসুমি বায়ুর মূল অঞ্চল (যা ভারতের সিংহভাগ বৃষ্টি-নির্ভর কৃষিজমিকে বাঁচিয়ে রাখে) — এই সবকটি অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের ঘাটতি হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে; কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

**দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রসঙ্গে**

- জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সক্রিয় থাকা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হলো ভারতের প্রাথমিক স্বাদু জলের (freshwater) উৎস, যা দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পূরণ করে।
- ভারতে যেখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১,১৮৭ মিলিমিটার, সেখানে এই মরশুমটি ফসলের উৎপাদন, পানীয় জলের সরবরাহ, জলাধারের জলের স্তর, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্সঞ্চয় (groundwater recharge) এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নির্ধারণ করে। এটি কেবল কোনো আবহাওয়াগত ঘটনা নয়, বরং একশো কোটিরও বেশি মানুষের জীবনধারণের একটি সভ্যতাগত লাইফলাইন।

**দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কার্যপ্রণালী**

- **তারতম্যমূলক উত্তাপ:** গ্রীষ্মকালে ভারত ভূখণ্ড ভারত মহাসাগরের তুলনায় দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যার ফলে উপমহাদেশের ওপর একটি তীব্র নিম্নচাপ বলয় তৈরি হয়। এই নিম্নচাপ সমুদ্র থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাসকে নিজের দিকে টেনে আনে।
- **ITCZ-এর স্থানান্তর:** জুন মাসের কাছাকাছি সময়ে ইন্টারট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোন (ITCZ)-এর উত্তরমুখী স্থানান্তর কেরালায় মৌসুমি বায়ুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে। এর আগমন আনুষ্ঠানিকভাবে খরিফ শস্যের উৎপাদন মরশুমের সূচনা চিহ্নিত করে।
- **দুটি শাখা:** মৌসুমি বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয় — আরব সাগরীয় শাখা, যা কেরালা এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে; এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা, যা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।
- **এল নিনো এবং এনসো:** মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে এল নিনো বলা হয়। এটি স্থলভাগ ও মহাসাগরের মধ্যকার চাপের পার্থক্যকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে মৌসুমি বায়ুকে সচল রাখা আর্দ্রতা বহনকারী বাতাস বাধাগ্রস্ত হয়।
- **ইন্ডিয়ান ওশেন ডাইপোল:** একটি **ইতিবাচক (positive)** IOD — যার বৈশিষ্ট্য হলো পশ্চিম ভারত মহাসাগরের জল তুলনামূলকভাবে উষ্ণ হওয়া — তা এল নিনোর এই ক্ষতিকারক প্রভাবকে আংশিকভাবে প্রশমিত করতে পারে। তবে একটি নিরপেক্ষ (neutral) বা **নেতিবাচক (negative)** IOD এই সুরক্ষাকবচটিকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দেয়।

- **লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ বা দীর্ঘমেয়াদী গড় (LPA):** জুন-সেপ্টেম্বর মরশুমের জন্য বর্তমানে LPA হলো ৮৭ সেমি, যা একটি ৫০ বছরের রেফারেন্স সময়কালের ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। LPA-এর ৯০ শতাংশের কম বৃষ্টিপাতকে 'ঘাটতিপূর্ণ' (deficient) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, যা খাদ্য উৎপাদন এবং জলের প্রাপ্যতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

**প্রত্যাশিত ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর পেছনের কারণসমূহ**

- **মূল মরশুমে এল নিনোর নিশ্চিত উপস্থিতি:** ১৯৫১ সালের পর থেকে **এল নিনো (El Niño)** বছরের প্রায় ৬০ শতাংশ সময়েই ভারতে ঘাটতিপূর্ণ বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২০০২ এবং ২০০৯ সালের খরা ছিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ; এছাড়া ২০১৪ এবং ২০১৫ সালেও বড় ধরনের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। ২০২৬ সালে এল নিনোর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায়, সরকারের উচিত হবে না আইওডি-এর (IOD) শেষ মুহূর্তের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের ওপর ভরসা করে বসে থাকা।
- **দুর্বল ওয়াকার সার্কুলেশন:** এল নিনো ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর অবস্থিত বিশাল পরিচলন ব্যবস্থা, অর্থাৎ **ওয়াকার সার্কুলেশন (Walker Circulation)**-কে ব্যাহত করে। এটি দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতীয় উপমহাদেশে বাতাস দ্বারা চালিত জলীয় বাষ্পের প্রবাহ হ্রাস পায়, যা সরাসরি ভারতের **পরিচলন বৃষ্টিপাতকে (convective rainfall)** কমিয়ে দেয়।
- **ঋতু-মধ্যবর্তী শুষ্ক সময়কাল:** সম্পূর্ণ মরশুমের মোট বৃষ্টিপাত অনেক সময় মূল সমস্যাটিকে আড়াল করে দেয়, যা হলো বৃষ্টিপাতের সঠিক বণ্টন। মরশুমের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী **শুষ্ক সময়কাল (dry spells)** সময়মতো বোনা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে, কারণ ফসলের বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোতে সেগুলো জল পায় না। এর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মতোই এর **বণ্টনের ধরণও (pattern of rainfall)** সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তীব্র তারতম্য:** ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (IITM)-এর গবেষণা নিশ্চিত করে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে **মৌসুমি বিরতি বা মনসুন ব্রেক (monsoon breaks)**-এর ফ্রিকোয়েন্সি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি পর্যাপ্ত মোট বৃষ্টিপাত হওয়া বছরেও আরও মারাত্মক শুষ্ক সময়কাল নথিবদ্ধ করা হচ্ছে, যা বৃষ্টি-নির্ভর কৃষি বলয় জুড়ে ফসল এবং জলের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

**ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব**

১. **কৃষি বিপর্যয় এবং ফসলহানি**

- **খরিফ উৎপাদন হ্রাস (Lower Kharif Production):** মৌসুমি বায়ুর মূল অঞ্চলে (Monsoon Core Zone) বৃষ্টিপাতের ঘাটতি হলে **ধান, তুলা, সয়াবিন, ডাল এবং তৈলবীজের** উৎপাদন কমে যেতে পারে, যা সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **জীবিকার ঝুঁকি:** ফসলের ফলন কমে গেলে কৃষি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের ওপর নির্ভরশীল প্রায় **৬০ কোটি মানুষের জীবিকা** হুমকির মুখে পড়তে পারে।

২. **খাদ্য নিরাপত্তা এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ**

- **খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি:** কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর জোগান কমে যায়। এর ফলে **শস্য, ডাল, শাকসবজি এবং ভোজ্য তেলের** দাম বেড়ে যেতে পারে।
- **পারিবারিক বাজেটের ওপর চাপ:** খাদ্যপণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি, উচ্চ জ্বালানি এবং আমদানি ব্যয়ের সাথে যুক্ত হয়ে দরিদ্র ও **অসহায় পরিবারগুলোকে (vulnerable households)** মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

৩. **জলসম্পদের ওপর চাপ**

- **ভূগর্ভস্থ জলের অবক্ষয়:** দুর্বল মৌসুমি বায়ুর কারণে **ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্সঞ্চয়** কমে যায়, অথচ জল তোলার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এটি বিদ্যমান জলসংকটকে আরও তীব্র করে তোলে।

- **জলাধারের ওপর চাপ:** জলাধারগুলোতে জলের প্রবাহ কমে গেলে তা **সেচ ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে** ব্যাহত করতে পারে, যার প্রভাব মৌসুমি মরশুম পার হওয়ার পরও দীর্ঘকাল বজায় থাকে।

৪. **তীব্র দাবদাহের প্রকোপ**

- **উচ্চ তাপীয় চাপ:** মাটির শুষ্ক অবস্থা এবং বাতাসে আর্দ্রতার অভাব **দাবদাহ বা হিটওয়েভ** (heatwaves)-এর তীব্রতা এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে।
- **আর্থ-সামাজিক প্রভাব:** তীব্র গরমের কারণে **শ্রম উৎপাদনশীলতা** (labour productivity) হ্রাস পেতে পারে, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।

৫. **কৃষকদের অসহায়তা এবং গ্রামীণ বিপর্যয়**

- **আর্থিক অনটন:** ফসলের ক্ষতি এবং চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে **ঋণগ্রস্ততা** (indebtedness) বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **বাধ্যতামূলক পরিযান:** কৃষি আয় কমে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ পরিবারগুলো বিকল্প জীবিকার সন্ধানে **বাধ্যতামূলক পরিযান বা স্থানান্তরণে** (distress migration) বাধ্য হতে পারে।

৬. **রাষ্ট্রের ওপর বৃহত্তর আর্থিক বোঝা**

- **ত্রাণ বাবদ উচ্চ ব্যয়:** সরকারকে খরা ত্রাণ, ফসলের ক্ষতিপূরণ, পানীয় জলের সহায়তা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি** করতে হতে পারে।
- **কল্যাণমূলক ব্যবস্থার ওপর চাপ:** ঋণ সহায়তা, ত্রাণ সামগ্রী এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক চাহিদার কারণে প্রশাসনিক ও **আর্থিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ** সৃষ্টি হতে পারে।

**সরকারি উদ্যোগসমূহ**

- **প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা** (PMFBY)**:** এই যোজনাটি খরিফ শস্যের জন্য ১.৫ থেকে ২ শতাংশ প্রিমিয়ামে ফসল বিমার সুবিধা প্রদান করে, যেখানে বিমার প্রকৃত খরচের বাকি অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়। খরার বছরে সময়মতো বিমার টাকা মেটানোর জন্য স্যাটেলাইট-সহায়ক ফলন মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে।
- **PMKSY-এর অধীনে 'পার ড্রপ মোর ক্রপ' (প্রতি বুঁদ জল, অধিক ফসল):** এটি ড্রিপ (বিন্দু সেচ) এবং স্প্রিঙ্কলার (ফোয়ারা সেচ) ব্যবস্থার প্রসার ঘটায়, যা প্রতি ইউনিট উৎপাদনে জলের ব্যবহার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। এর ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাত কম হলেও কৃষিজাত উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার একটি কাঠামোগত পথ তৈরি হয়।
- **জল শক্তি অভিযান এবং অটল ভূজল যোজনা:** এই প্রকল্পগুলো জলসংকটে থাকা জেলাগুলোতে বিকেন্দ্রীকৃত জল সংরক্ষণ এবং সম্প্রদায় স্তরে (community-level) ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। এটি খরার সময়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পুনর্সঞ্চয় (aquifer recharge) এবং চাহিদার দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
- **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন এবং মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিল:** ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI)-এর বাফার স্টকের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) ৮০ কোটিরও বেশি উপভোক্তাকে খাদ্য সুরক্ষা প্রদান করে। মূল্য স্থিতিশীলকরণ তহবিলটি ডাল ও পেঁয়াজ সংগ্রহ ও বাজারে ছাড়ার সুবিধা দেয়, যাতে মৌসুমি বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট জোগান ঘাটতির সময়ে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- **NDMA খরা ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা:** এটি জেলা স্তরের বৃষ্টিপাতের তারতম্যের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আগাম সতর্কবার্তা এবং খরা-পূর্ব ঘোষণার নির্দেশ দেয়। এর ফলে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে, মরশুমের চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যগুলো সক্রিয় হতে পারে।

- **বাজরা ও মিলেট জাতীয় শস্যের (Millets) প্রসার:** ২০২৩ সালের 'আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ'-এ 'শ্রী অন্ন' বা মিলেট জাতীয় শস্যের চাষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, যেগুলোর জন্য অনেক কম জলের প্রয়োজন হয় এবং যা জলবায়ু সহনশীল। এটি জলের অত্যধিক প্রয়োজন হয় এমন ফসলের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সহনশীলতা তৈরি করে।

**করণীয় পদক্ষেপ**

- **সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ:** কৃষি মন্ত্রক, জল শক্তি মন্ত্রক, উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (NDMA)-কে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। ফসল বোনার মূল মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আপৎকালীন ফসল পরিকল্পনা সক্রিয় করা, সারের প্রাপ্যতা পর্যবেক্ষণ করা এবং ত্রাণ ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার মতো পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।
- **কম জল-নিবিড় ফসলের প্রসার:** কৃষকদের অতিরিক্ত জল প্রয়োজন এমন ধানের পরিবর্তে কম সময়ে উৎপাদিত ডাল, তৈলবীজ এবং মিলেট চাষে উৎসাহিত করা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে নিশ্চিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) দিয়ে ফসল কেনা এবং সময়মতো উন্নত মানের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- **জলসম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা:** জলাধারগুলোতে জলের কম আগমনকে মাথায় রেখে সেগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। একই সাথে, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার হওয়া অঞ্চলগুলোতে জল তোলার বিষয়টিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে পানীয় জল এবং অপরিহার্য সেচের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।
- **সময়মতো ত্রাণ ও বিমা সহায়তা নিশ্চিত করা (Ensure Timely Relief and Insurance Support):** ফসল বিমার আওতা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং খরা ত্রাণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সহজলভ্য করতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা কোনো রকম বিলম্ব ছাড়াই সরাসরি সহায়তা পান।
- **ক্ষুদ্র সেচ এবং পূর্বাভাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Expand Micro Irrigation and Forecasting Capacity):** ড্রিপ ও স্প্রিঙ্কলার সেচ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (IMD) পূর্বাভাস পরিকাঠামো এবং জলবায়ু মডেলিংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি জলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াবে এবং ভবিষ্যতে মৌসুমি বায়ুর তারতম্যের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিকে আরও উন্নত করবে।

**উপসংহার**

২০২৬ সালের একটি ঘাটতিপূর্ণ মৌসুমি বায়ু এমন একটি কৃষি অর্থনীতির ওপর আঘাত হানবে, যেখানে **পুষ্টি উপাদান (সার) এবং জ্বালানি**—উভয়ই ইতিমধ্যে অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল। তাই সরকারকে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতির আশা রাখার পাশাপাশি দৃঢ়ভাবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সঠিক সময়ে পরিকল্পনা, বিচক্ষণ জল ব্যবস্থাপনা এবং শক্তিশালী ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত একটি দুর্বল মরশুমের প্রভাবকে স্তিমিত করতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকাকে রক্ষা করতে পারে।

*Q. The vulnerability of India's economy to monsoon variability reflects the continued dependence of agriculture and water resources on seasonal rainfall. Examine the challenges posed by a deficient monsoon and suggest a suitable policy response. 15 Marks*

***

# সাধারণ অধ্যয়ন ২

## 2.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

### 2.1.1. উচ্চশিক্ষায় ফেডারেলিজম বা রাষ্ট্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমঝোতা

**প্রেক্ষাপট**

- **উচ্চশিক্ষা** একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যেখানে ভারতীয় ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল রূপটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। নিয়মকানুনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, ভাষা নীতি, পাঠ্যক্রমের নকশা, অর্থায়ন এবং ডিজিটাল শিক্ষার মতো বিষয়গুলি উচ্চশিক্ষাকে কেবল একটি শিক্ষাগত বিষয় হিসেবেই রাখেনি, বরং এটিকে একটি **সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক ইস্যুতে** পরিণত করেছে।
- এর ফলে, উচ্চশিক্ষা যেভাবে শাসিত হচ্ছে তা এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা ভাগ করা উচিত তা নিয়ে বৃহত্তর বিতর্ককে প্রতিফলিত করে।

**শিক্ষার সাংবিধানিক ম্যাট্রিক্স বা কাঠামো (The Constitutional Matrix of Education)**

ভারতে শিক্ষার শাসন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ:

- **৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, ১৯৭৬:** এর মাধ্যমে 'শিক্ষা'-কে রাজ্য তালিকা (তালিকা II) থেকে **যুগ্ম তালিকায় (তালিকা III)** স্থানান্তরিত করা হয়। এটি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় আইনসভাকেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়, যেখানে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পায় (**অনুচ্ছেদ ২৫৪**)।
- **কেন্দ্রীয় তালিকার এন্ট্রি বা ভুক্তি:** কেন্দ্র উচ্চশিক্ষার ওপর তার বাস্তব নিয়ন্ত্রণ লাভ করে কেন্দ্রীয় তালিকার (তালিকা I) **এন্ট্রি ৬৬** থেকে, যা কেন্দ্রকে "উচ্চশিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণ এবং সমন্বয়ের" ম্যান্ডেট বা কর্তৃত্ব প্রদান করে।

**ভারতে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব (Importance of Higher Education in India)**

- **মানব পুঁজি উন্নয়ন (Human Capital Development):** উচ্চশিক্ষা ভারতের যুবসমাজকে উন্নত দক্ষতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে, যা উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **সুযোগের পরিধি বৃদ্ধি:** AISHE-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১-২২ সালে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা **৪.৩৩ কোটিতে** পৌঁছেছে, যা শিক্ষাগত এবং পেশাগত সুযোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তারকে প্রতিফলিত করে।
- **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি প্রবর্ধন (Promoting Social Inclusion):** তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (OBC) এবং মহিলা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উচ্চশিক্ষাকে সামাজিক গতিশীলতার (Social mobility) একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করে তুলেছে।
- **গবেষণা এবং উদ্ভাবন শক্তিশালীকরণ:** AISHE-এর তথ্য অনুসারে, ২০১৪-১৫ সালের পর থেকে পিএইচডি (Ph.D.) ভর্তির হার **৮১%-এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে,** যা ভারতের গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে সহায়তা করছে।

- **বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ভারতে উচ্চশিক্ষায় **গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER)** বা মোট ভর্তির অনুপাত **২৮.৪%**-এ পৌঁছেছে, যেখানে NEP 2020-এর লক্ষ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে এটিকে **৫০%**-এ নিয়ে যাওয়া, যাতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরদার করা যায়।

**ভারতে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জসমূহ (Key Challenges to Quality Higher Education in India)**

1. **নিয়ন্ত্রক ওভারহল বা আমূল পরিবর্তন এবং আইনগত পুনর্গঠন**
   - **ঐতিহ্য প্রতিস্থাপন:** প্রস্তাবিত **বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল**-এর মতো আইনি কাঠামোগুলির লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর মতো বিদ্যমান সংস্থাগুলিকে প্রতিস্থাপন করে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো পুনর্গঠন করা।
   - **রাজ্যগুলির আশঙ্কা:** রাজ্যগুলি এই কেন্দ্রীয় সংবিধিবদ্ধ কাঠামোগুলিকে তাদের আইন প্রণয়নের স্বায়ত্তশাসনের এক ধরণের ক্রমক্ষয় এবং একটি সমজাতীয় বা এককেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে।
   - **উপাচার্য (VC) নিয়োগের বিরোধ:** উপাচার্য (Vice-Chancellor) নিয়োগ এবং চ্যান্সেলর বা আচার্য হিসেবে রাজ্যপালদের ক্ষমতা নিয়ে প্রায়শই বিরোধ দেখা দেয়, যা তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে তীব্র দ্বন্দ্বে রূপ নিয়েছে।
2. **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020**
   - **ভাষা চাপিয়ে দেওয়া:** জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020-এর মধ্যে থাকা কিছু সুপারিশ—যেমন **ত্রিল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা বা ত্রি-ভাষা সূত্র**—প্রায়শই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় ভাষার নির্দেশিকাকে আঞ্চলিক পরিচয় এবং রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে।
3. **আর্থিক কেন্দ্রীয়করণ (Financial Centralisation)**
   - **সংস্কার-সংযুক্ত অর্থায়ন:** রাজ্যগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল কেবল তখনই পায়, যদি তারা কেন্দ্র সরকারের সুপারিশ করা সংস্কারগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে।
   - **কেন্দ্রীয় উদ্যোগসমূহ: ইনস্টিটিউশনস অফ এমিনেন্স (IoE)** এবং **অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ANRF)**-এর মতো উদ্যোগগুলির মাধ্যমে অর্থায়ন এবং গবেষণা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর কেন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
4. **ডিজিটাল শাসন এবং কাঠামোগত সমজাতীয়করণ**
   - **প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার: একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিটস (ABC)** এবং ইউনিফাইড বা একীভূত ডিজিটাল ট্র্যাকিং কাঠামোর মতো বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীদের ডেটা এবং একাডেমিক গতিশীলতার প্রোটোকলকে কেন্দ্রীয়করণ করে।
   - যদিও এই প্ল্যাটফর্মগুলি দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা উন্নত করে, তবুও এগুলি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কেন্দ্রীয় নজরদারি বা তদারকি বাড়িয়ে তোলে।
5. **অ্যাক্সেস বা সুযোগের অসমতা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য**
   - **বিশ্ববিদ্যালয় ঘনত্ব (প্রতি ১ লক্ষ যোগ্য শিক্ষার্থীর ভিত্তিতে):** এটি সিকিমে সবচেয়ে বেশি (১০.৩), অরুণাচল প্রদেশে (৫.৬), লাদাখে (৫.২) ইত্যাদি।
   - বিহারে (০.২), উত্তরপ্রদেশে (০.৩), পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে (০.৬) এই ঘনত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক নিচে।

- **অসম সুযোগ:** মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিভিন্ন অঞ্চল এবং আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অত্যন্ত অসমান রয়ে গেছে, যা অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সুযোগকে সীমিত করে দেয়।
- **স্থায়ী আঞ্চলিক ব্যবধান:** ২০২১-২২ সালে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER) বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪% হওয়া সত্ত্বেও, ভর্তি মূলত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে, অন্যদিকে বিহার এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলি এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

6. **সাবঅপ্টিমাল বা নিম্নমানের গবেষণা**

- **কম ব্যয়:** সরকার কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) ব্যয় অত্যন্ত কম (**জিডিপির প্রায় ০.৭%**), যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির ২-৩% বেঞ্চমার্ক বা মানের চেয়ে অনেক নিচে।

**মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার জন্য মূল উদ্যোগসমূহ (Key Initiatives for Quality Higher Education)**

| ফোকাস এরিয়া (Focus Area) | উদ্যোগ / স্কিম (Initiative / Scheme) | মূল উদ্দেশ্য ও প্রভাব (Core Objective & Impact) |
|---|---|---|
| 1. **বাজেট 2025–26 উদ্যোগসমূহ** | PM Research Fellows (PMRF) | উচ্চমানের ডক্টরাল গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে **১০,০০০ ফেলো**-র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| | IIT Expansion | দ্বিতীয় প্রজন্মের IIT-গুলিতে **৬,৫০০টি নতুন আসন** যুক্ত করা হয়েছে যাতে শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়। |
| | Bharatiya Bhasha Textbook Scheme | **আঞ্চলিক ভাষায়** উচ্চশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও সরবরাহের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা। |
| 2. **মূল্যায়ন ও র‍্যাঙ্কিং** | NAAC (National Assessment & Accreditation Council) | কঠোর মানের মানদণ্ডের ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির (HEIs) মূল্যায়ন এবং **অনুমোদন (Accredit)** করে। |
| | NIRF (National Institutional Ranking Framework) | সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরির জন্য একটি **মানসম্মত কাঠামোর** মাধ্যমে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে র‍্যাঙ্ক বা স্থান নির্ধারণ করে। |
| 3. **পরিকাঠামো উন্নয়ন** | HEFA (Higher Education Financing Agency) | আধুনিক পরিকাঠামো এবং উন্নত গবেষণা সুবিধার অর্থায়নের জন্য **আর্থিক সুবিধা (Financial leverage)** প্রদান করে। |
| | NDEAR (National Digital Education Architecture) | দেশের **ডিজিটাল শিক্ষা পরিকাঠামো** এবং ইকোসিস্টেম স্থাপন ও শক্তিশালী করে। |
| | PM-USHA (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) | রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে কৌশলগত অর্থায়ন এবং **মানোন্নয়ন** নিশ্চিত করে। |
| 4. **গবেষণা ও উদ্ভাবন** | ANRF (Anusandhan National Research Foundation) | প্রতিষ্ঠানগুলি জুড়ে দেশব্যাপী আরএন্ডডি (R&D)-র বীজ বপন, বৃদ্ধি এবং **প্রচারের জন্য একটি শীর্ষ সংস্থা** হিসেবে কাজ করে। |
| | SPARC | শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে **যৌথ গবেষণা সহযোগিতাকে** উৎসাহিত করে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব সহজতর করে। |

| | | |
|---|---|---|
| 5. **কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন** | NCrF (National Credit Framework) | একটি সমন্বিত ক্রেডিট সিস্টেমে একাডেমিক, বৃত্তিমূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষাকে **নির্বিঘ্নে সংহত** করে। |
| | PM Internship Scheme | পাঁচ বছরের মেয়াদে **১ কোটি ইন্টার্নশিপের** লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যুবকদের কর্মসংস্থান যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। |

**চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায়সমূহ** (Measures to Address Challenges)

1. **পরিকাঠামো, একাডেমিক এবং ফ্যাকাল্টি বা শিক্ষক সংস্কার**
   - পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, পাঠ্যক্রমের উন্নতি এবং অনুষদ বা শিক্ষকদের উন্নয়ন জোরদার করার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব।
   - **রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান** (RUSA)-এর মতো উদ্যোগগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকীকরণকে সমর্থন করে।
2. **উচ্চশিক্ষা শাসনে রাজ্যগুলির বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব**
   - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)-এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে **রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা** সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমকে উন্নীত করতে এবং আঞ্চলিক উদ্বেগগুলি দূর করতে সহায়তা করতে পারে।
3. **স্থানীয় ভাষায় মানসম্পন্ন শিক্ষার সংস্থান**
   - আঞ্চলিক ভাষায় মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক এবং অধ্যয়ন সামগ্রী সরবরাহ করা শিক্ষার সহজলভ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবকে উন্নত করতে পারে।
   - **ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং** (NCERT)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি একাধিক ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাগত সংস্থান প্রসারিত করেছে।
4. **বর্ধিত আর্থিক সহায়তা**
   - বৃহত্তর সরকারি বিনিয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা উচ্চশিক্ষাকে আরও সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে পারে।
   - **প্রধানমন্ত্রী বিদ্যা লক্ষ্মী কার্যক্রম**-এর মতো স্কিমগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঋণ পেতে সহায়তা করে।
5. **কৌশলগত অভিযোজন এবং সমঝোতামূলক ফেডারেলিজম** (Strategic Adaptation and Negotiated Federalism)
   - উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক কেবল দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের দ্বারা চিহ্নিত নয়।
   - এর পরিবর্তে, অনেক রাজ্য একটি বাস্তবসম্মত বা প্রাগমেটিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। তারা এমন জাতীয় সংস্কারগুলিকে **নির্বাচনীভাবে বাস্তবায়ন** (Selectively implementing) করছে যা তাদের উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারের সাথে খাপ খায়, এবং একই সাথে সেই পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা করছে যা রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে বলে মনে করা হয়।
   - এটি **সমঝোতামূলক ফেডারেলিজমের** (Negotiated federalism) উত্থানকে প্রদর্শন করে, যেখানে মতবিরোধের পাশাপাশি সহযোগিতা এবং সমঝোতা সহাবস্থান করে।
6. **একটি সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে আন্তর্জাতিকীকরণ** (Internationalisation as a Common Goal)
   - উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক মিল বা **ঐকমত্যের একটি ক্ষেত্র** হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
   - বেশ কয়েকটি রাজ্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে নিজেদের আঞ্চলিক শিক্ষা হাব বা কেন্দ্র হিসেবে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করছে।

- উচ্চশিক্ষাকে ক্রমবর্ধমানভাবে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্ঞান সৃষ্টির চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

7. **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) উৎসাহিত করা**
   - সরকার এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা পরিকাঠামো, উদ্ভাবন এবং শিক্ষাগত ফলাফলের উন্নতি ঘটাতে পারে।
   - **দিল্লি পাবলিক স্কুল সোসাইটি**-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সফল পিপিপি (PPP) মডেল গ্রহণ করেছে।

**উপসংহার (Conclusion)**

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত এই বিতর্ক ভারতীয় ফেডারেলিজম বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিকাশমান রূপকে প্রতিফলিত করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং একই সাথে ফেডারেল সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সহযোগিতা, আলোচনা এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের মাধ্যমে **জাতীয় মানের সাথে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের সমন্বয়কারী একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গি** অপরিহার্য।

*Q. Higher education has emerged as a key arena for negotiating federalism in India. Examine the factors contributing to increasing central influence in higher education governance and discuss how cooperative federalism can be strengthened while maintaining national standards and State autonomy. (15 Marks, 250 Words)*

## 2.1.2. ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি শূন্যপদ: উচ্চশিক্ষার ওপর এর প্রভাব

**প্রেক্ষাপট (Context)**

79টি **কেন্দ্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান (CFTIs)** থেকে প্রাপ্ত **RTI তথ্য** প্রকাশ করে যে, অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের **35.2% শূন্য** রয়েছে, যা ভারতের প্রসারমান প্রযুক্তিগত শিক্ষা ইকোসিস্টেম সত্ত্বেও **উচ্চশিক্ষার মান** নিয়ে গভীর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে।

**ভূমিকা (Introduction)**

ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন IITs, NITs, IIMs, IIITs এবং IISERs **দক্ষ মানবসম্পদ** তৈরি, **উদ্ভাবন চালনা** এবং **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, ক্রমাগত **ফ্যাকাল্টির ঘাটতি** শিক্ষাদানের মান, **গবেষণার ফলাফল (research output)** এবং ভারতকে একটি **বৈশ্বিক জ্ঞান কেন্দ্রে (global knowledge hub)** পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

**RTI তথ্য থেকে প্রাপ্ত মূল ফলাফলসমূহ (Key Findings from RTI Data)**

1. **সামগ্রিক শূন্য পদের পরিস্থিতি (Overall Vacancy Situation)**
   - 20,279টি অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের মধ্যে 7,132টি পদ (**35.2%**) শূন্য রয়েছে।
   - প্রায় প্রতি তিনটি শিক্ষাদানের পদের মধ্যে একটি পদ অপূরণীয় রয়ে গেছে।
   - 16টি প্রতিষ্ঠান **50%-এর বেশি শূন্য পদের মাত্রা** রিপোর্ট করেছে।
2. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IITs)**
   - 11,019টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **35%** শূন্য রয়েছে।

- 20টি IIT-র মধ্যে 9টি IIT-তে শূন্য পদের হার **35% অতিক্রম** করেছে।
- **IIT Kharagpur** সবচেয়ে বেশি শূন্য পদের সংখ্যা রেকর্ড করেছে:
  - 1,600টি অনুমোদিত পদের মধ্যে 824টি শূন্য পদ (**50%-এর বেশি**)।

3. **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (NITs)**
   - 5,432টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **27.9%** শূন্য রয়েছে।
   - **NIT Andhra Pradesh** সর্বোচ্চ শূন্য পদের হার (**68%**) রিপোর্ট করেছে।
   - উচ্চ মাত্রার শূন্য পদ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও দেখা গেছে:
     - NIT Srinagar
     - NIT Sikkim
     - NIT Tiruchirappalli
4. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIMs)**
   - 1,741টি অনুমোদিত পদের মধ্যে **32.3%** শূন্য রয়েছে।
   - চারটি IIM **50%-এর বেশি শূন্য পদ** রিপোর্ট করেছে।
   - **IIM Mumbai** প্রায় **59%** শূন্য পদ রিপোর্ট করেছে।
5. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIITs)**
   - সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে **সর্বোচ্চ শূন্য পদের অনুপাত** এখানে দেখা গেছে।
   - অনুমোদিত ফ্যাকাল্টি পদের **53.5%** শূন্য রয়েছে।
   - আটটি IIIT **50%-এর বেশি শূন্য পদের মাত্রা** রিপোর্ট করেছে।
6. **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IISERs)**
   - অনুমোদিত পদের প্রায় **32%** শূন্য রয়েছে।

**উচ্চশিক্ষায় ফ্যাকাল্টির প্রাপ্যতার তাৎপর্য (Significance of Faculty Availability in Higher Education)**

1. **শিক্ষাদান এবং শেখার মান (Quality of Teaching and Learning)**
   - পর্যাপ্ত ফ্যাকাল্টির প্রাপ্যতা কার্যকর ক্লাসরুম নির্দেশনা, **একাডেমিক মেন্টরিং** এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশিকা নিশ্চিত করে।
   - ক্রমাগত শূন্য পদ **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (teacher-student ratio)** বৃদ্ধি করে, যা শেখার ফলাফল এবং সামগ্রিক শিক্ষার মান হ্রাস করে।
2. **গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Research and Innovation)**
   - ফ্যাকাল্টি সদস্যরা হলেন **গবেষণা, উদ্ভাবন, পেটেন্ট, প্রকাশনা** এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রাথমিক চালিকাশক্তি।
   - যোগ্য ফ্যাকাল্টির ঘাটতি **গবেষণার উৎপাদনশীলতাকে (research productivity)** দুর্বল করে এবং ভারতের জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতাকে সীমিত করে।

3. **NEP 2020-এর উদ্দেশ্য অর্জন** (Achieving NEP 2020 Objectives)
    - **জাতীয় শিক্ষানীতি** (NEP) 2020-এর লক্ষ্য হল বিশ্বমানের বহুবিষয়ক (multidisciplinary) প্রতিষ্ঠান এবং একটি প্রাণবন্ত গবেষণা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।
    - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি শিক্ষাগত উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই লক্ষ্যগুলিকে দুর্বল করে।
4. **বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা** (Global Competitiveness)
    - বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং উন্নত করতে, **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা** আকর্ষণ করতে এবং একাডেমিক সুনাম বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী ফ্যাকাল্টি শক্তি অপরিহার্য।
    - বিপুল সংখ্যক শূন্য পদ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করে এবং ভারতের একটি **বৈশ্বিক শিক্ষা হাব** (global education hub) হিসেবে আত্মপ্রকাশকে সীমিত করে।
5. **মানবসম্পদ উন্নয়ন** (Human Capital Development)
    - শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, পরিচালক এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
    - অপর্যাপ্ত ফ্যাকাল্টি শক্তি স্নাতকদের মানকে ব্যাহত করতে পারে, যা **কর্মসংস্থানযোগ্যতা** (employability) এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে।

**ক্রমাগত ফ্যাকাল্টি শূন্য পদের কারণসমূহ** (Causes of Persistent Faculty Vacancies)

1. **দীর্ঘ নিয়োগ প্রক্রিয়া** (Lengthy Recruitment Processes)
    - বিজ্ঞাপন, স্ক্রীনিং, ইন্টারভিউ এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের সাথে জড়িত দীর্ঘ পদ্ধতির কারণে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ প্রায়শই বিলম্বের সম্মুখীন হয়।
    - **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা** (Bureaucratic bottlenecks) দীর্ঘস্থায়ী শূন্য পদের সৃষ্টি করে এবং অবসরপ্রাপ্ত বা চলে যাওয়া ফ্যাকাল্টি সদস্যদের ধীর প্রতিস্থাপনের কারণ হয়।
2. **যোগ্য প্রার্থীদের ঘাটতি** (Shortage of Qualified Candidates)
    - বিশেষ করে উদীয়মান এবং **বহুবিষয়ক ক্ষেত্রে** (interdisciplinary fields) উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন PhD ডিগ্রিধারীদের সরবরাহ অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে।
    - দক্ষ শিক্ষাবিদদের জন্য ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেধার প্রতিযোগিতাকে তীব্র করেছে।
3. **আকর্ষণীয় বেসরকারি এবং বিদেশী সুযোগ** (Attractive Private and Overseas Opportunities)
    - বেসরকারি খাত এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উন্নত বেতন, **উচ্চতর গবেষণা সুবিধা** এবং বৃহত্তর কর্মজীবনের সম্ভাবনা মেধাবী শিক্ষাবিদদের আকর্ষণ করে।
    - এই **মেধা পাচার** (brain drain) ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের জন্য উপলব্ধ যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।
4. **প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ** (Rapid Expansion of Institutions)
    - নতুন IITs, NITs, IIITs এবং IISERs প্রতিষ্ঠার ফলে যোগ্য ফ্যাকাল্টির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
    - নিয়োগের প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণের সাথে তাল মেলাতে পারেনি, যার ফলে ক্রমাগত কর্মী সংকট তৈরি হয়েছে।

5. **গবেষণা পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা** (Research Infrastructure Constraints)
    - সীমিত গবেষণা তহবিল, অপর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা শীর্ষ একাডেমিক মেধাকে নিরুৎসাহিত করে।
    - অতিরিক্ত **প্রশাসনিক দায়িত্ব** প্রায়শই একাডেমিক ক্যারিয়ারের আকর্ষণ কমিয়ে দেয় এবং ফ্যাকাল্টি ধরে রাখাকে প্রভাবিত করে।
6. **ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ** (Geographical Challenges)
    - প্রত্যন্ত বা কম উন্নত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ এবং ধরে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
    - আবাসন, সন্তানদের স্কুলিং, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং সামগ্রিক **জীবনযাত্রার মান** (quality of life) সম্পর্কিত উদ্বেগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিরুৎসাহিত করে।

**উচ্চশিক্ষায় ফ্যাকাল্টি শূন্যতার প্রভাব** (Implications of Faculty Vacancies in Higher Education)

1. **একাডেমিক প্রভাব** (Academic Implications)
    - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি বিদ্যমান কর্মীদের ওপর শিক্ষাদানের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা পাঠদান এবং মেন্টরিংয়ের মানকে প্রভাবিত করে।
    - ফ্যাকাল্টির হ্রাসপ্রাপ্ত প্রাপ্যতা শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ সীমিত করে এবং **পাঠ্যক্রম সংশোধন** (curriculum revision), শিক্ষণীয় সংস্কার (pedagogical reforms) এবং একাডেমিক উদ্ভাবনকে ধীর করে দেয়।
2. **গবেষণামূলক প্রভাব** (Research Implications)
    - ফ্যাকাল্টির ঘাটতি গবেষণার উৎপাদনশীলতাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে কম প্রকাশনা, পেটেন্ট এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ঘটে।
    - এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বহুবিষয়ক গবেষণা এবং বৈশ্বিক একাডেমিক নেটওয়ার্কগুলিতে অংশগ্রহণও কমিয়ে দেয়।
3. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব** (Institutional Implications)
    - ক্রমাগত শূন্য পদ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য **অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড** (accreditation standards) এবং নির্ধারিত ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাত বজায় রাখা কঠিন করে তোলে।
    - এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম উন্নত করার, মেধা আকর্ষণ করার এবং উচ্চতর বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।
4. **অর্থনৈতিক প্রভাব** (Economic Implications)
    - দুর্বল গবেষণা এবং একাডেমিক ইকোসিস্টেম ভারতের উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদী **জ্ঞান অর্থনীতির** (knowledge economy) লক্ষ্যগুলিকে ক্ষুন্ন করতে পারে।
    - নিম্নমানের মানবসম্পদ গঠন প্রযুক্তি-চালিত এবং জ্ঞান-নিবিড় খাতগুলিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।

**সরকারি পদক্ষেপসমূহ** (Government Initiatives)

1. **মিশন মোড নিয়োগ ড্রাইভ** (Mission Mode Recruitment Drive)
    - শিক্ষা মন্ত্রক কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (CHEIs) শূন্য ফ্যাকাল্টি পদগুলি পূরণ ত্বরান্বিত করতে September 2022 এবং October 2025-এ বিশেষ **মিশন মোড নিয়োগ ড্রাইভ** চালু করেছে।

- এই ড্রাইভগুলির লক্ষ্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সুবিন্যস্ত করা এবং শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত শূন্য পদগুলি হ্রাস করা।

2. **নিরবচ্ছিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া** (Continuous Recruitment Process)
   - মন্ত্রক জোর দিয়েছে যে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং চলমান প্রক্রিয়া, যা শূন্যপদ তৈরি হওয়ার সাথে সাথে নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়।
   - শিক্ষাদান এবং গবেষণা কার্যকলাপে ন্যূনতম ব্যাঘাত নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সময়োপযোগী নিয়োগ শুরু করতে উৎসাহিত করা হয়।
3. **ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাতের নিয়ম** (Faculty–Student Ratio Norms)
   - একাডেমিক মান বজায় রাখতে সরকার IIT-র জন্য 1:10 এবং NIT-র জন্য 1:12 **ফ্যাকাল্টি-শিক্ষার্থী অনুপাত** নির্ধারণ করেছে।
   - প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তির সাথে ফ্যাকাল্টি শক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে এই নিয়মগুলি পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা হয়।
4. **নিয়োগের অগ্রগতি** (Recruitment Progress)
   - January 2026 পর্যন্ত, মিশন মোড নিয়োগ উদ্যোগের অধীনে কেন্দ্রীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় 17,878টি ফ্যাকাল্টি পদ পূরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
   - এটি শিক্ষাদানের ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং ভারতে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করতে সরকারের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

**ফ্যাকাল্টি শূন্যতা দূর করার উপায়** (Way Forward to Address Faculty Vacancies)

1. **ফাস্ট-ট্র্যাক ফ্যাকাল্টি নিয়োগ** (Fast-Track Faculty Recruitment)
   - নিয়োগে বিলম্ব কমাতে নিয়োগ পদ্ধতি সহজতর, ডিজিটালাইজড এবং আরও স্বচ্ছ করা উচিত।
   - নিয়োগের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা শূন্য পদগুলি সময়মতো পূরণ নিশ্চিত করতে পারে।
2. **ফ্যাকাল্টি প্রণোদনা উন্নত করা** (Improve Faculty Incentives)
   - প্রতিযোগিতামূলক বেতন, পর্যাপ্ত **গবেষণা অনুদান** (research grants), আবাসন সহায়তা এবং অন্যান্য সুবিধা মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ এবং ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে।
   - **কর্মক্ষমতা-সংযুক্ত প্রণোদনা** (Performance-linked incentives) শিক্ষাদান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং একাডেমিক নেতৃত্বে উৎকর্ষতাকে উৎসাহিত করতে পারে।
3. **গবেষণা ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করা** (Strengthen the Research Ecosystem)
   - শীর্ষ মেধা আকর্ষণ করার জন্য ল্যাবরেটরি, গবেষণা পরিকাঠামো, উদ্ভাবন হাব এবং বহুবিষয়ক গবেষণায় বৃহত্তর বিনিয়োগ অপরিহার্য।
   - শক্তিশালী **শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা** (industry-academia collaboration) গবেষণার সুযোগ, অর্থায়ন এবং একাডেমিক কাজের ব্যবহারিক প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে পারে।
4. **একটি শক্তিশালী একাডেমিক মেধা পাইপলাইন তৈরি করা** (Develop a Robust Academic Talent Pipeline)
   - ডক্টরাল এবং পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ সম্প্রসারণ একাডেমিক পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

- তরুণ গবেষকদের একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ার জন্য উৎসাহিত করা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে।

5. **আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা দূর করা (Address Regional Imbalances)**
   - প্রত্যন্ত এবং অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টি আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা উচিত।
   - আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুলিং এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধার উন্নতি এই জাতীয় অঞ্চলে ফ্যাকাল্টি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে পারে।
6. **বৈশ্বিক মেধা ও দক্ষতার সুবিধা নেওয়া (Leverage Global Talent and Expertise)**
   - ভারতের উচিত প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট বিদেশী ফ্যাকাল্টি সদস্যদের নিয়োগের সুবিধা করে দেওয়া।
   - আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় এবং সহযোগিতামূলক গবেষণার প্রচার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুণমান এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

**উপসংহার (Conclusion)**

ফ্যাকাল্টি হলেন উচ্চশিক্ষার মেরুদণ্ড। শিক্ষার মান উন্নয়ন, গবেষণার অগ্রগতি, **NEP 2020-এর লক্ষ্য অর্জন** এবং ভারতের **জ্ঞান-চালিত অর্থনীতি (knowledge-driven economy)** ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য ফ্যাকাল্টি শূন্যতা পূরণ করা অপরিহার্য।

*Q. The quality of higher education depends not only on infrastructure but also on the availability of qualified faculty. Evaluate the challenges associated with faculty recruitment in India's premier institutions and suggest reforms. 15 Marks (GS- 2, Governance)*

## 2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

### 2.2.1. ভারত-ওমান CEPA: ভারতের রপ্তানি এবং কৌশলগত স্বার্থের এক নতুন প্রবেশদ্বার

**প্রেক্ষাপট**

- ২০২৬ সালের ১লা জুন ভারত-ওমান ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) কার্যকর হয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যার বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক যোগসূত্র হাজার হাজার বছর পুরনো।
- ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত ও ওমানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে ৮.৯৪ বিলিয়ন ডলার ছিল, তা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.১৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এটি CEPA কার্যকর হওয়ার আগেই দু'দেশের মধ্যকার গভীরতর অর্থনৈতিক পরিপূরকতাকে (economic complementarities) প্রতিফলিত করে।

**ওমানের কৌশলগত অবস্থান: কেবল একটি বাজার নয়, একটি প্রবেশদ্বার**

- ওমান উপসাগরীয় অঞ্চল (The Gulf), ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব আফ্রিকার সংযোগস্থলে এক অনন্য ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে, যা একে কেবল একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের গন্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

- ওমানের তিনটি প্রধান বন্দর — **সোহার (Sohar), দুকম (Duqm) এবং সালালাহ (Salalah)** — দ্রুত বিশ্বমানের লজিস্টিকস এবং শিল্প হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যা এশিয়া, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং আফ্রিকার মধ্যকার প্রধান জাহাজ চলাচল রুটগুলোকে যুক্ত করেছে।
- ভারতীয় ব্যবসার জন্য ওমান মূলত বৃহত্তর উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (GCC) এবং পূর্ব আফ্রিকার অর্থনীতিগুলোতে প্রবেশ করার একটি সম্ভাব্য 'লঞ্চপ্যাড' বা শুরুর মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। এই বাজারগুলো ওমানের নিজস্ব বাজারের তুলনায় বহুগুণ বড় — আর এই কারণেই এই CEPA চুক্তিটি সাধারণ দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।
- ওমানের কৌশলগত প্রাসঙ্গিকতা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা (energy security) এবং সামুদ্রিক সংযোগের স্বার্থের সাথেও গভীরভাবে জড়িত, কারণ পণ্য, জ্বালানি এবং মানুষের যাতায়াতের জন্য এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এই CEPA চুক্তিটি ভারতের বৃহত্তর **'অ্যাক্ট ওয়েস্ট' (Act West)** নীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEEC) এবং অন্যান্য ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (Indo-Pacific) সংযোগ কাঠামোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

### ভারত-ওমান CEPA-এর তাৎপর্য: খাতভিত্তিক সুবিধাসমূহ

CEPA কার্যকর হওয়ার আগে, **মোস্ট ফেভারড নেশন (MFN)** ব্যবস্থার অধীনে **ভারতের রপ্তানি পণ্যের মাত্র ১৫.৩৩% ওমানে শুল্কমুক্ত (zero duty)** প্রবেশের সুবিধা পেত। এই চুক্তিটি সেই পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে: ওমান এখন তার **শুল্ক লাইনের (tariff lines) ৯৮.০৮%** ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে, যা মূল্যের দিক থেকে ভারতের **মোট রপ্তানির ৯৯.৩৮% কভার করে**। এটি ভারতীয় রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে তাৎক্ষণিকভাবে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

#### ১. টেক্সটাইল এবং তৈরি পোশাক

- ওমানের বাজারে ভারতের ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে; ওমানের মোট ওভেন (বোনা) পোশাক আমদানির ৪৩% এবং নিটেড (বোনা) পোশাক আমদানির ৩১% ভারত সরবরাহ করে।
- বর্তমানে বজায় থাকা ৫% শুল্ক সম্পূর্ণ বিলোপের ফলে এই বাজারের অন্য প্রধান সরবরাহকারী দেশ চীনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সরাসরি বৃদ্ধি পাবে এবং ভারতীয় উৎপাদকেরা মূল্যের দিক থেকে স্পষ্ট সুবিধা পাবেন।

#### ২. রাসায়নিক পণ্য

- ওমানের **অজৈব রাসায়নিক** (inorganic chemical) আমদানির **প্রায় ৩৯% ভারত** সরবরাহ করে, যা এই ক্ষেত্রে ভারতকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় অংশীদার করে তুলেছে।
- শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এই শক্তিশালী অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে, যার ফলে ভারতীয় রাসায়নিক উৎপাদকেরা ওমানের বাজারে তাঁদের প্রবেশাধিকার আরও গভীর করতে পারবেন।

#### ৩. ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

- এই খাতটিতে সবচেয়ে বড় সুযোগ রয়েছে: ওমান বার্ষিক ৩.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং ৩.৩ বিলিয়ন ডলারের মোটরগাড়ি (automotives) আমদানি করে। অথচ এই ক্ষেত্রগুলোতে ভারতের বর্তমান বাজার অংশীদারিত্ব যথাক্রমে মাত্র ৫% এবং ২%, যা ভবিষ্যতে এই বাজারে ভারতের বড় ধরনের বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।
- CEPA-এর অধীনে এই অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ওমানের পরিকাঠামো, নির্মাণ এবং শিল্প খাতগুলোতে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করবে, যা বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ৪. ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধ শিল্প

- ওমানের ওষুধের বাজারে ভারতের প্রায় ১০% অংশীদারিত্ব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রধান সুবিধাটি শুল্ক হ্রাসের চেয়েও বেশি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সহজীকরণের (regulatory facilitation) সাথে সম্পর্কিত।
- শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দ্বারা অনুমোদিত ভারতীয় ওষুধ পণ্যগুলো ওমানে দ্রুত অনুমোদন (fast-tracked approvals) পাবে, যা আইনি অনুপালন খরচ (compliance costs) কমাবে এবং ওমানের সম্প্রসারণশীল ওষুধের বাজারে দ্রুত প্রবেশ নিশ্চিত করবে।

### ৫. খাদ্য এবং কৃষি

- মাংস, ডিম, মধু, মাখন এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের মতো পণ্যগুলোতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা ওমানের উপভোক্তা পণ্যের বাজারে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
- তবে ডেয়ারি বা দুগ্ধজাত পণ্য, শস্য, ভোজ্য তেল এবং প্রধান কৃষি পণ্যের মতো সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ খাতগুলোকে শুল্ক ছাড়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, যাতে ভারতের নিজস্ব উৎপাদকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

### ৬. পরিষেবা এবং পেশাদারদের গতিশীলতা

- ২০২৪ সালে দ্বিপাক্ষিক পরিষেবা বাণিজ্য ছিল ৮৬৩ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ভারতের উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় ৪৪৭ মিলিয়ন ডলার; তা সত্ত্বেও ওমানের বৈশ্বিক পরিষেবা আমদানিতে ভারতের অংশ মাত্র ৫%-এর কিছু বেশি, যা বিপুল অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।
- ওমান অ্যাকাউন্ট্যান্সি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি, স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষা এবং কনসাল্টিং খাতের ভারতীয় পেশাদারদের জন্য আইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ভারতীয় প্রতিভাদের জন্য একটি আইনগতভাবে সুরক্ষিত পথ তৈরি করবে।
- বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারদের জন্য 'ইন্ট্রা-কর্পোরেট ট্রান্সফারি' কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা তাঁদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতাকে বাড়াবে।
- আয়ুষ (AYUSH) এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান উপসাগরীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ওয়েলনেস (wellness) খাতে ভারতীয় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পরিষেবার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

### কার্যপ্রণালী সহজীকরণ: লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস

- ওমান ভারতের **রপ্তানি পরিদর্শন পরিষদ (EIC)** দ্বারা জারি করা শংসাপত্র বা সার্টিফিকেটগুলো গ্রহণ করবে। এর ফলে পূর্বে একই পরীক্ষা ও পরিদর্শন বারবার করার কারণে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত সময় ও খরচ লাগত, তা সম্পূর্ণ দূর হবে।
- ভারতের NPOP **জৈব শংসাপত্র (organic certification)** এবং **হালাল শংসাপত্র** ব্যবস্থা এখন ওমান দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত, যা ভারতের খাদ্য ও জৈব পণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য আইনি অনুপালন (compliance) প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে।
- **স্যানিটারি অ্যান্ড ফাইটোস্যানিটারি (SPS) পরিমাপ** এবং **বাণিজ্যের প্রযুক্তিগত বাধা (TBT)** সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধানগুলো দুই দেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে।
- পচনশীল পণ্যগুলোর জন্য **দ্রুত শুল্ক ছাড়** (Fast-track customs clearance) ব্যবস্থা সময়-সংবেদনশীল কৃষি ও খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে খরচ কমাবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যা ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি বিভাগ।
- সামগ্রিকভাবে, এই সহজীকরণ পদক্ষেপগুলো মূলত **শুল্ক-বহির্ভূত বাধা (non-tariff barriers)** দূর করতে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, খাদ্য, ওষুধ এবং জৈব পণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের জন্য শুল্কের চেয়ে এই শুল্ক-বহির্ভূত বাধাগুলোই প্রায়শই বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

**পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ**

- **বাণিজ্য চুক্তির নিম্ন ব্যবহার:** ঐতিহাসিকভাবে ভারতে বাণিজ্য চুক্তির কম ব্যবহার একটি উদ্বেগের বিষয়; অনেক **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (SMEs)** এই চুক্তির অধীনে প্রাপ্য ছাড়গুলো সম্পর্কে অবগত নয়, যার ফলে অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হারের (preferential tariff rates) অবব্যবহার ঘটে।
- **উৎপত্তিস্থলের জটিল নিয়মাবলী:** 'রুলস অব অরিজিন' (RoO) বা পণ্যের উৎপত্তিস্থল যাচাই ও নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়াটি রপ্তানিকারকদের জন্য বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল হতে পারে, যা ছোট উৎপাদকদের CEPA-এর সুবিধা নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।
- **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রতিযোগিতা:** ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের ক্ষেত্রে ওমানের বাজারে ভারতের বর্তমান অংশীদারিত্ব অত্যন্ত কম। ফলে ইউরোপীয়, চীনা এবং জাপানি সরবরাহকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওমানের প্রতিষ্ঠিত **সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে** প্রবেশ করতে হলে ভারতকে ধারাবাহিক গুণমান এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য বজায় রাখতে হবে।
- **পরিষেবা বাণিজ্যের বাধা:** ওমানের সুনির্দিষ্ট আইনি প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও শুল্কের বাইরে থাকা অন্যান্য বাধা, যেমন—ভিসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, পেশাগত ডিগ্রির স্বীকৃতি এবং লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ভারতীয় পেশাদারদের অবাধ যাতায়াত বা গতিশীলতাকে সীমিত করতে পারে।
- **বাণিজ্য বিচ্যুতির ঝুঁকি:** এই চুক্তিতে **বাণিজ্য বিচ্যুতি (trade deflection)**-এর একটি ঝুঁকি থেকে যায়; যেখানে তৃতীয় কোনো দেশ অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হারের অনুচিত সুবিধা নেওয়ার জন্য ভারত বা ওমানের মধ্যস্থতায় অন্য দেশটিতে পণ্য প্রবেশ করাতে পারে, যা এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **উপসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা:** উপসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যেমন—**হরমুজ প্রণালীতে (Strait of Hormuz)** জাহাজ চলাচলে বাধা বা আঞ্চলিক সংঘাত, ভারতীয় ব্যবসাগুলোর জন্য একটি ট্রানজিট এবং লজিস্টিক হাব হিসেবে ওমানের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

**করণীয় পদক্ষেপ**

- **রপ্তানিকারকদের জন্য সচেতনতা ও প্রচার:** ভারতীয় রপ্তানিকারকদের, বিশেষ করে টেক্সটাইল ক্লাস্টার, ওষুধ হাব এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর (SMEs) জন্য সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালাতে হবে, যাতে তারা CEPA-এর সুবিধাসমূহ বুঝতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে পারে।
- **রপ্তানি সহজীকরণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করা:** অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার লেনদেন খরচ (transaction costs) কমাতে ভারতকে রপ্তানি সহজীকরণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে 'রুলস অব অরিজিন' শংসাপত্র এবং EIC পরিদর্শনের জন্য **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম** তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত।
- **কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:** পরিষেবা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলো কার্যকর করতে, প্রাথমিক স্তরের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে এবং SPS ও TBT বিধানগুলোর মসৃণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দ্বিপাক্ষিক **যৌথ কমিটিগুলোকে (Joint Committees)** অবিলম্বে সক্রিয় করতে হবে।
- **যৌথ শিল্পাঞ্চল উন্নয়ন (Development of Joint Industrial Zones):** ওমানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে **দুকম (Duqm)-এ যৌথ শিল্পাঞ্চল** গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত ভারতের। এটি ভারতীয় উৎপাদকদের ওমানের মাধ্যমে বৃহত্তর GCC বাজার এবং পূর্ব আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার দেবে।
- **পেশাগত যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি (Mutual Recognition of Professional Qualifications):** ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা এবং অ্যাকাউন্ট্যান্সির মতো পেশাগত যোগ্যতার জন্য **পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRAs)**-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যাতে CEPA-র অন্তর্গত পরিষেবা খাতের প্রতিশ্রুতিগুলোর পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়।

- **মূল্য শৃঙ্খল একীকরণ গভীরতর করা (Deepening Value Chain Integration):** সাধারণ রপ্তানি সম্পর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে ওমানের সাথে আরও গভীর শিল্প অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে ভারতকে রাসায়নিক, ওষুধ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলোতে **মূল্য শৃঙ্খল একীকরণ** (value chain integration)-এর দিকে এগোতে হবে।

**উপসংহার**

ভারত-ওমান CEPA কেবল একটি শুল্ক হ্রাসের চুক্তি নয়, বরং এটি একটি সুসংহত **অর্থনৈতিক কাঠামো** (comprehensive economic framework) যা ২১ শতকের উপযোগী করে একটি প্রাচীন সামুদ্রিক অংশীদারিত্বকে নতুন রূপ দেয়। এটি উপসাগরীয় অঞ্চল, ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব আফ্রিকার জন্য একটি **কৌশগত প্রবেশদ্বার** (strategic gateway) উন্মোচন করেছে। এর প্রকৃত সাফল্য চুক্তির নথিতে নয়, বরং ভারতীয় ব্যবসায়ী, নীতি-নির্ধারক এবং প্রাতিষ্ঠানিক মহল এর খুলে যাওয়া সুযোগের দরজাকে কতখানি সাহসিকতার সাথে ব্যবহার করতে পারছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

*Q. Trade agreements are increasingly becoming instruments of strategic and economic diplomacy. In this context, analyse how the India-Oman CEPA can contribute to India's trade diversification, connectivity ambitions, and export-led growth strategy. 15 Marks*

***

**Scan to know more about our courses...**

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

# সাধারণ অধ্যয়ন ৩

## 3.1. অর্থনীতি

### 3.1.1. ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (8th CPC): বেতন কমিশন সংস্কারের একটি সুযোগ

**প্রেক্ষাপট**

- ভারত যখন ৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন জনমানুষের মনোযোগ মূলত বেতন সংশোধন, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং বকেয়ার ওপর নিবদ্ধ রয়েছে। অথচ, সরকারি ক্ষেত্রের পারিশ্রমিক নির্ধারণের কাঠামোটি আদৌ ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ এবং রাজকোষীয়ভাবে টেকসই কি না—এই মৌলিক প্রশ্নটি তুলনামূলকভাবে অনেক কম গুরুত্ব পেয়েছে।
- রাষ্ট্র যেভাবে বেতন, ভাতা এবং পেনশনের রূপরেখা তৈরি করে, তা কেবল একটি প্রশাসনিক বিষয় নয়; বরং তা রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকারকে প্রতিফলিত করে, সুশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা প্রভাবিত করে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদী রাজস্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

**বিদ্যমান পারিশ্রমিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জসমূহ**

১. **একটি অভিন্ন মূল্যায়ন কাঠামোর অনুপস্থিতি**

- **সংকীর্ণ এবং সময়াবদ্ধ প্রক্রিয়া:** বেতন কমিশনগুলো মূলত স্বল্পস্থায়ী ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ করা সংস্থা হিসেবে কাজ করে। এরা বেসামরিক (civil), সামরিক এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবাগুলোর একটি বৈচিত্র্যময় ইকোসিস্টেমের মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়ন মূলত সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলোর নিজস্ব দাবির ওপর ভিত্তি করে করা হয়; কোনো স্বাধীন বা মানসম্মত (standardised) পর্যালোচনার সাহায্য নেওয়া হয় না।
- **তুলনার জন্য কোনো সার্বজনীন মানদণ্ড নেই:** বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার মধ্যে ঝুঁকি, দায়িত্ব, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতি (career progression) মূল্যায়নের জন্য এই ব্যবস্থায় কোনো অভিন্ন কার্যপ্রণালী নেই। এর ফলে, উপযুক্ত ভিত্তি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না করেই কেবল সমতা আনার উদ্দেশ্যে বেতন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক অসঙ্গতি:** ভিন্ন ভিন্ন পরিষেবা সম্পূর্ণ আলাদা কর্মজীবন কাঠামো এবং কাজের পরিবেশের অধীনে পরিচালিত হয়। তা সত্ত্বেও, কোনো স্বচ্ছ ও সুসংগতভাবে প্রয়োগকৃত নীতি ছাড়াই প্রায়শই তাদের পারিশ্রমিক এক সারিতে আনা হয়। এটি পরিষেবার অভ্যন্তরে বৈষম্যের মনোভাব তৈরি করে এবং সমগ্র ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল করে।

২. **সিভিল সার্ভিস বনাম সশস্ত্র বাহিনী: কাঠামোগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করা**

- **সশস্ত্র বাহিনীর পিরামিডীয় কর্মজীবন কাঠামো:** সামরিক কর্মজীবন একটি সুনির্দিষ্ট পিরামিডীয় শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে পদোন্নতির সুযোগ সীমিত, কার্যগত ঝুঁকি ব্যাপক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক অবসর গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে, বেসামরিক পরিষেবাগুলোর সাথে সরাসরি পারিশ্রমিকের তুলনা করা কাঠামোগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ।
- **বেসামরিক পরিষেবাগুলোতে অগ্রগতির বৃহত্তর সুযোগ:** এর বিপরীতে, বেসামরিক পরিষেবাগুলো সাধারণত দীর্ঘতর কর্মকাল এবং পদোন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপক সুযোগ প্রদান করে। এই দুই অত্যন্ত ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে পারিশ্রমিকের সামঞ্জস্য বিধান করার সময় এই বিষয়গুলোকে স্বচ্ছতার সাথে বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক।
- **বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা:** এই ধরনের ভিন্ন কাঠামোর ব্যবস্থার মধ্যে পারিশ্রমিকের সমন্বয় সাধনের জন্য স্পষ্ট, প্রমাণ-ভিত্তিক এবং জনসমক্ষে ব্যাখ্যাযোগ্য মানদণ্ড প্রয়োজন, যা কর্মজীবনের গতিপথ, ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং চাকরির শর্তাবলীর পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে।

৩. **কর্মজীবনের অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য**

- **দ্রুত পদোন্নতি সুশাসনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ বাড়ায়:** উচ্চতর প্রশাসনিক পদের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সময়সীমা হ্রাস করা মূলত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির একটি প্রয়াস। তবে, কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (institutional memory), পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং পরিপক্ক বিচারবুদ্ধির ওপরও নির্ভর করে, যা কেবল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।
- **অগভীর নেতৃত্বের ঝুঁকি:** যখন অপর্যাপ্ত মাঠপর্যায়ের (field experience) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের হাতে জটিল নীতিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই গতিশীলতা (dynamism) এবং প্রশাসনিক গভীরতা—উভয়কে মূল্য দেয় এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি।
- **ভাতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ কাঠামোর অভাব:** কঠিন পরিস্থিতি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পোস্টিং বা কার্যগত ঝুঁকি পূরণের জন্য ভাতা দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু একটি মানসম্মত ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে এমন অসঙ্গতি তৈরি হয় যা যুক্তি দিয়ে বোঝানো কঠিন এবং এটি বৈষম্যের ধারণাকে জন্ম দেয়।

৪. **নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU): প্রশ্নের মুখে ন্যায়পরায়ণতা এবং জবাবদিহিতা**

- **দায়িত্ব ছাড়াই আর্থিক অগ্রগতি:** নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU) কর্মকর্তাদের কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ছাড়াই উচ্চতর পে-গ্রেডের সমতুল্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এটি ভূমিকা, কর্মদক্ষতা এবং পারিশ্রমিকের মধ্যকার সংযোগকে মৌলিকভাবে দুর্বল করে।
- **পদোন্নতির স্থবিরতা দূর করতে প্রবর্তিত:** নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবাতে ধীরগতির পদোন্নতির সমস্যা সমাধানের জন্য মূলত NFU চালু করা হয়েছিল। তবে, আন্তঃ-পরিষেবা ন্যায়পরায়ণতা (inter-service equity) এবং প্রকৃত দায়িত্ব থেকে আর্থিক অগ্রগতিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতা নিয়ে এটি এখনও বিতর্কের সৃষ্টি করে।

৫. **ক্রমবর্ধমান পেনশনের চ্যালেঞ্জ**

- **একাধিক সহাবস্থানকারী পেনশন ব্যবস্থা:** ভারতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি সমান্তরাল পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে—যেমন প্রবীণ কর্মচারীদের জন্য ঐতিহ্যগত নির্ধারিত-সুবিধা প্রকল্প (defined-benefit scheme), নতুন যোগদানকারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS), এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। এটি অভিন্নতা এবং ন্যায্যতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করে।
- **রাজস্ব স্থায়িত্বের ওপর চাপ:** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (RBI) স্টেট ফাইন্যান্স রিপোর্ট (২০২৩) অনুসারে—বেতন, পেনশন এবং সুদের অর্থপ্রদানের পেছনে ক্রমবর্ধমান ব্যয় সরকারি বাজেটের একটি সিংহভাগ গ্রাস করছে, যা উন্নয়নমূলক এবং সামাজিক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্বের সুযোগকে সীমিত করে দিচ্ছে।
- **প্রজন্মগত সমতার উদ্বেগ:** যে পারিশ্রমিক কাঠামো দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয় এমন পেনশনের দায়বদ্ধতা তৈরি করে, তা ভবিষ্যতের প্রজন্মের ওপর করের আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই সিভিল সার্ভিস সংস্কারের যেকোনো উদ্যোগে প্রজন্মগত সমতার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা আবশ্যক।

৬. **সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে খণ্ডবিখণ্ডতা**

- **ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন প্রক্রিয়া:** কার্যনির্বাহী (executive), আইনসভা (legislature) এবং বিচারবিভাগের (judiciary) পারিশ্রমিক কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। যদিও এটি সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজনীয়, তবুও এটি সরকারি পদাধিকারীদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি তৈরি করে এবং সামগ্রিক স্বচ্ছতা হ্রাস করে।

- **জনগণের আস্থা ব্যাখ্যার যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল:** একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পারিশ্রমিক কাঠামো কেবল আর্থিকভাবে টেকসই হলেই চলবে না, তা জনগণের কাছে ব্যাখ্যাযোগ্যও হতে হবে। খণ্ডবিখণ্ড এবং অস্বচ্ছভাবে পরিচালিত কাঠামো জনগণের আস্থা নষ্ট করে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতাকে দুর্বল করে।

**বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলন**

- **যুক্তরাজ্য – সিনিয়র স্যালারিজ রিভিউ বডি (SSRB):** সেখানে বিদ্যমান স্বাধীন **পে রিভিউ বডিগুলো** সরকারি কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক এবং **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক সুপারিশ** প্রদান করে। এটি নিয়মিত বেতন সংশোধন নিশ্চিত করে এবং হঠাৎ বড় ধরনের **সাময়িক রাজকোষীয় ধাক্কা** এড়াতে সাহায্য করে।
- **অস্ট্রেলিয়া – রেমুনারেশন ট্রাইব্যুনাল:** একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা স্বচ্ছ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সরকারি খাতের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে। এই মানদণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্পিত দায়িত্ব, **বাজারের বেঞ্চমার্ক** এবং জনস্বার্থের বিষয়সমূহ।
- **সিঙ্গাপুর – পারফরম্যান্স-লিঙ্কড পে সিস্টেম:** এই ব্যবস্থায় সরকারি খাতের বেতনকে **বেসরকারি খাতের আয়ের** সাথে তুলনা করা হয় এবং তা সরাসরি **কর্মদক্ষতার** সাথে যুক্ত থাকে। এটি প্রশাসনে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে এবং যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- **নিউজিল্যান্ড – বেতনের স্বচ্ছতা:** সেখানে বিভিন্ন পদের বেতন কাঠামো বা পে ব্যান্ড জনসমক্ষে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। এই **বাধ্যতামূলক প্রকাশ নীতি** পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনের প্রতি **নাগরিকদের আস্থা** বৃদ্ধি করে।

**উত্তরণের উপায়**

- **জাতীয় পারিশ্রমিক কর্তৃপক্ষ গঠন:** প্রতি দশকে একবার গঠিত হওয়া প্রচলিত বেতন কমিশন মডেলের পরিবর্তে একটি স্থায়ী ও স্বাধীন **জাতীয় পারিশ্রমিক কর্তৃপক্ষ** প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড, নিয়মিত পর্যায়বৃত্তিক পর্যালোচনা এবং স্বচ্ছ নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে সরকারি খাতের বেতন-ভাতা নির্ধারণের জন্য একটি ধারাবাহিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
- **একটি অভিন্ন মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি:** সমস্ত সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে দায়িত্ব, ঝুঁকি, কারিগরি জটিলতা, প্রতিকূলতা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি সার্বজনীন কাঠামো তৈরি করতে হবে; যাতে বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্যাডারের তদ্বির বা চাপের (lobbying) মুখে না পড়ে **বস্তুনিষ্ঠ এবং সুসংগতভাবে প্রয়োগকৃত মানদণ্ডের** ওপর ভিত্তি করে নেওয়া সম্ভব হয়।
- **সিভিল ও মিলিটারি সমতার জন্য স্বচ্ছ মানদণ্ড:** সামরিক ও বেসামরিক কর্মজীবনের মধ্যকার **কাঠামোগত পার্থক্যগুলোকে** প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং গাণিতিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এই দুটি ভিন্ন পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে বেতনের সামঞ্জস্য আনা হবে, তা স্পষ্ট এবং জনসমক্ষে ঘোষিত নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।
- **NFU এবং ভাতাসমূহের যৌক্তিকীকরণ:** জবাবদিহিতা এবং আর্থিক অগ্রগতির মধ্যকার সম্পর্ককে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে **নন-ফাংশনাল আপগ্রেডেশন (NFU)** ব্যবস্থাটিকে নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। একই সাথে, সমস্ত পরিষেবায় অভিন্নভাবে প্রযোজ্য একটি স্বচ্ছ **প্রতিকূলতা মূল্যায়ন সূচক বা ম্যাট্রিক্সের** মাধ্যমে ভাতাসমূহকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধতে হবে।
- **পেনশনের টেকসই স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ:** সরকারকে একাধিক সমান্তরাল পেনশন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য কাজ করতে হবে। প্রতিটি বেতন সংশোধনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রাক্কলন বা অনুমান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে **রাজস্ব স্থায়িত্ব** এবং **প্রজন্মগত সমতাকে** অপরিবর্তনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

- **ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান প্রদর্শন:** যেকোনো জাতীয় বেতন কাঠামো সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলোর নিজস্ব আর্থিক স্বায়ত্তশাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। একই সাথে রাজস্ব শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে একটি অভিন্ন গাইডলাইন প্রদান করতে হবে, যা সমগ্র ফেডারেশন বা রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতাকে শক্তিশালী করবে।

**উপসংহার**

- **৮ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনকে** (8th CPC) কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তরের বেতন সংশোধনের প্রক্রিয়া হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে সরকারি পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে **ন্যায়পরায়ণতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং রাজস্ব স্থায়িত্ব** নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- একটি ন্যায় এবং টেকসই পারিশ্রমিক ব্যবস্থা কেবল কর্মচারীদের কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং **প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতা** এবং সুশাসনের প্রতি **জনগণের আস্থা** মজবুত করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

*Q. The existing decadal Pay Commission model is increasingly viewed as inadequate for a modern and complex public administration system. Evaluate 15 Marks*

## 3.1.2. বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ, কিন্তু শ্রমিকেরা এখনও অসুরক্ষিত

**প্রেক্ষাপট**

- ২০১৯-২০ সালের মধ্যে প্রণীত ভারতের চারটি **শ্রম বিধি (Labour Codes)** বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী বা বিধিমালা (Rules) সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ছয় বছরের দীর্ঘ বিলম্বের পর এই আইনের আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ হলো।
- ট্রেড ইউনিয়ন এবং গবেষকেরা আশা করেছিলেন যে, এই নতুন নিয়মাবলী—যা একটি আইন বাস্তবায়নের জন্য **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর্স বা আদর্শ কার্যপ্রণালী (SOPs)** নির্ধারণ করে—তা হয়তো এই শ্রম বিধির বিতর্কিত ধারাগুলোর তীব্রতা কিছুটা হ্রাস করবে; কিন্তু তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

**ভারতের শ্রম সংস্কারের তাৎপর্য**

- **খণ্ডিত আইনের একীকরণ:** এই চারটি শ্রম বিধি — মজুরি বিষয়ক বিধি (The Code on Wages, 2019), শিল্প সম্পর্ক বিধি (The Industrial Relations Code, 2020), সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (The Code on Social Security, 2020), এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক বিধি (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) — পূর্ববর্তী ২৯টিরও বেশি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে একটি সহজ ও **একীকৃত কাঠামোয় (unified framework)** নিয়ে এসেছে।
- **নিয়োগকর্তাদের জন্য আইনি অনুপালনের সহজীকরণ:** এই একীকৃত কাঠামোটি বিভিন্ন রিটার্ন দাখিল, পরিদর্শন এবং জটিল কার্যপ্রণালীর সংখ্যা বহুলাংশে কমিয়ে এনেছে, যা পুরোনো আইনগুলোর অধীনে ব্যবসায়ীদের মেনে চলতে হতো। এটি ভারতের **'ইজ অব ডুইং বিজনেস' বা ব্যবসা সহজীকরণের (ease-of-doing-business)** র‍্যাংকিং উন্নত করার সদিচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে।

- **সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি সম্প্রসারণ:** ইতিহাসে এই প্রথমবার, গিগ কর্মী (gig workers), প্ল্যাটফর্ম কর্মী (platform workers) এবং **অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের** আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যদিও তাঁদের জন্য দেওয়া এই সুরক্ষাকবচ এখনও অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।
- **সংজ্ঞার মানদণ্ড নির্ধারণ:** এই বিধিগুলো চারটি প্রধান আইনের ক্ষেত্রেই 'শ্রমিক', 'মজুরি' এবং 'নিয়োগকর্তা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর একটি **অভিন্ন সংজ্ঞা (uniform definitions)** প্রবর্তন করেছে, যা পূর্ববর্তী শ্রম আইনগুলোতে থাকা ব্যাখ্যামূলক অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করতে সাহায্য করবে।
- **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিধিমালার (Rules) ভূমিকা:** কোনো নিয়ম বা বিধিমালা কখনোই মূল আইনের (parent legislation) পরিপন্থী হতে পারে না, তবে যেখানে আইনটি অত্যন্ত ব্যাপক বা উন্মুক্ত প্রকৃতির হয়, সেখানে এই বিধিমালাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো আইনের ফাঁকফোকর পূরণ করে, কার্যপ্রণালী সুনির্দিষ্ট করে এবং আইনের অপব্যবহার রোধ করে; আর ঠিক এই কারণেই নতুন বিজ্ঞাপিত বিধিমালাগুলো তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

**শ্রম বিধিমালার ঝুঁকিপূর্ণ ফাঁকফোকরসমূহ**

১. **নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান: সুরক্ষাহীনতার এক উন্মুক্ত দুয়ার**

- **সুরক্ষাকবচ ছাড়াই আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন:** শিল্প সম্পর্ক বিধি (Industrial Relations Code) ভারতের শ্রম আইনের কাঠামোয় আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান বা 'ফিক্সড-টার্ম এমপ্লয়মেন্ট' (FTE)-এর প্রবর্তন করেছে; যদিও এই ধরনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে কয়েক দশক ধরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।
- **ন্যূনতম মেয়াদের উল্লেখ নেই:** মূল আইন (Code) কিংবা এর অধীনস্থ বিধিমালা (Rules)—কোথাও FTE চুক্তির কোনো ন্যূনতম মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখানে অন্তত এক বছরের একটি ন্যূনতম মেয়াদ নির্ধারণ করা থাকলে তা শ্রমিকদের শোষণমূলক স্বল্পমেয়াদী চুক্তি থেকে রক্ষা করতে পারত।
- **অসংখ্যাকবার চুক্তি নবায়নের অনুমতি:** এই চুক্তি কতবার নবায়ন বা রিনিউ করা যাবে, সে বিষয়ে বিধিমালা সম্পূর্ণ নীরব। এর ফলে স্থায়ী পদের চাকরিগুলোকেও সীমাহীন নবায়নযোগ্য FTE-তে রূপান্তরিত করার পথ সুগম হলো, যা চাকরির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পশ্চাদপসরণ।

২. **ন্যূনতম মজুরি: অস্পষ্ট মানদণ্ড এবং প্রোথিত লিঙ্গবৈষম্য**

- **মেঝে মজুরির অস্পষ্ট সংজ্ঞা:** মজুরি বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় 'মেঝে মজুরি' বা 'ফ্লোর ওয়েজ' (floor wage)-এর একটি অস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। একে ন্যূনতম মজুরির থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা না করায় প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক জটিলতার অবকাশ থেকে গেছে।
- **প্রতীকী আলোচনা:** বিধিমালায় মজুরি নির্ধারণের আগে রাজ্য সরকারগুলোর সাথে আলোচনার কথা বলা হলেও, এই আলোচনার কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়নি। ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত কেবলই একটি 'প্রতীকী' আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।
- **মজুরি নির্ধারণে প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গবৈষম্য:** বর্তমান বিধিমালাটি প্রচলিত নিয়মের মধ্যে থাকা লিঙ্গবৈষম্যকেই দীর্ঘস্থায়ী করছে। এই নিয়মে চার সদস্যের একটি পরিবারকে তিনটি 'উপভোগ ইউনিট' (consumption units) হিসেবে গণ্য করা হয়; যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ১.০ ইউনিট ধরা হলেও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে ০.৮ ইউনিট হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নতুন বিধিমালা এই বৈষম্যমূলক আচরণ সংশোধনে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
- **ত্রুটিপূর্ণ ঘণ্টাপ্রতি মজুরি সূত্র:** বিধিমালায় দৈনিক মজুরিকে কেবল আট দিয়ে ভাগ করে ঘণ্টাপ্রতি মজুরি নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিটি ধারণাগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ; কারণ একজন শ্রমিক দিনের বাকি ঘণ্টাগুলোতে অন্য কাজ নাও পেতে

পারেন। আন্তর্জাতিকভাবে, ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম মজুরি দৈনিক মজুরি থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যা বিশেষ করে গৃহকর্মী এবং ক্রমবর্ধমান গিগ অর্থনীতির (gig economy) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **গিগ কর্মী: আইনি ধোঁয়াশায় বন্দি**

- **কর্মসংস্থানের অমীমাংসিত মর্যাদা:** সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালা গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যকার সম্পর্কটি স্পষ্ট করার কোনো চেষ্টাই করেনি। তাঁদের এখনও স্ব-নিযুক্ত (self-employed) হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং তাঁরা অসংগঠিত শ্রমশক্তির অংশ হিসেবেই রয়ে গেছেন, যা তাঁদের আনুষ্ঠানিক শ্রম আইনের সুরক্ষাবলয়ের বাইরে রাখছে।
- **বাধ্যতামূলক গ্র্যাচুইটি বিমা অনুচ্চারিত:** নিয়োগকর্তা গ্র্যাচুইটি দিতে ব্যর্থ হলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনে যে বাধ্যতামূলক গ্র্যাচুইটি বিমার কথা বলা হয়েছিল, তা বাস্তবায়নের উপায় বা পদ্ধতি সম্পর্কে বিধিমালা সম্পূর্ণ নীরব। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক সুরক্ষাকবচটি বাস্তবে অসংজ্ঞায়িতই থেকে গেল।

৪. **ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি: উচ্চ মানদণ্ড এবং হ্রাসপ্রাপ্ত দরকষাকষির ক্ষমতা**

- **বিধিমালা দ্বারা ৩০% সদস্যপদের শর্ত আরোপ:** শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় বলা হয়েছে যে, কোনো একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে একক স্বীকৃতি পেতে হলে তার কমপক্ষে ৩০% শ্রমিকের সদস্যপদ থাকতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ৩০% সদস্যপদের শর্তটি মূল আইনে (Code) ছিল না, বরং বিধিমালা (Rules) প্রণয়নের সময় এটি একতরফাভাবে যুক্ত করা হয়েছে।
- **যৌথ দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস:** বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছোট বা নতুন গঠিত ইউনিয়নগুলোর পক্ষে এই ৩০%-এর শর্ত পূরণ করা কঠিন হতে পারে। এর ফলে এমন এক সময়ে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) ক্ষমতা আরও খর্ব হবে, যখন গত কয়েক দশক ধরে এমনিতেই ইউনিয়নের সদস্যপদ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।
- **FTE নবায়নের শর্তে অস্পষ্টতা:** নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চুক্তি নবায়নের শর্তাবলীর বিষয়েও বিধিমালা স্পষ্টতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা এর অপব্যবহারের বিপুল সুযোগ তৈরি করে।

৫. **পেশাগত নিরাপত্তা এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমের ক্ষেত্রে সুরক্ষার অভাব**

- **বাগিচা শ্রমিকদের কল্যাণ উপেক্ষিত:** পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিধিমালায় কিছু নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হয়েছে; বিশেষ করে বাগিচা বা চা-বাগান শ্রমিকদের (plantation workers) আবাসন ও চিকিৎসা সুবিধা। এর ফলে ঐতিহাসিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এই শ্রমশক্তি পর্যাপ্ত সংবিধিবদ্ধ সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হলো।
- **মূল ও অনুষঙ্গী কাজের বিভাজন অনুপস্থিত:** চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দ্বারা কোন কোন কাজ করানো যাবে তা বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানের মূল (core) ও অনুষঙ্গী (non-core) কাজের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এর ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের মূল বা প্রধান পরিচালন ক্ষেত্রেও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হলো, যা শ্রমবাজারের অনিয়মতান্ত্রিকীকরণকে (informalisation) ত্বরান্বিত করছে।

**করণীয় পদক্ষেপ**

- **FTE চুক্তি নবায়নের সীমা নির্ধারণে বিধিমালা সংশোধন:** নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তির অপব্যবহার রোধ করতে সরকারের উচিত শিল্প সম্পর্ক বিধির নিয়মে সংশোধন এনে চুক্তির ন্যূনতম মেয়াদ এক বছর করা এবং সর্বোচ্চ কতবার তা নবায়ন করা যাবে তার একটি সীমা (ceiling) নির্ধারণ করা।

- **মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতির সংস্কার:** মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক 'উপভোগ ইউনিট' পদ্ধতিটি অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে সংগতি রেখে, দৈনিক মজুরির হার থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ঘণ্টাপ্রতি ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা উচিত।
- **গিগ কর্মীদের শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট করা:** অধীনস্থ আইন বা বিধিমালার মাধ্যমে গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের কর্মসংস্থানের আইনি মর্যাদা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বিধির আওতায় গ্র্যাচুইটি বিমার পদ্ধতিগুলো বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা জরুরি।
- **ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির শর্তাবলী পুনর্বিবেচনা:** ইউনিয়ন স্বীকৃতির জন্য ৩০% সদস্যপদের শর্তটি পুনর্বিবেচনা করা উচিত অথবা এর যৌক্তিকতা স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেখানে একাধিক ইউনিয়ন বিদ্যমান, সেখানে একটি আনুপাতিক বা পর্যায়ক্রমিক স্বীকৃতি কাঠামো (graduated recognition framework) শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারবে।
- **মূল ও অনুষঙ্গী কাজের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান:** পেশাগত নিরাপত্তা বিধির নিয়মে এমন কিছু মূল কাজের তালিকা সুনির্দিষ্ট করতে হবে যেখানে কোনোভাবেই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না। এটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের অনিয়মতান্ত্রিকীকরণ রোধ করবে এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয় পক্ষকেই আইনি নিশ্চয়তা দেবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রিপাক্ষিক আলোচনা:** মজুরি নির্ধারণ এবং বিধিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় কেবল রাজ্য সরকারগুলোর সাথেই নয়, বরং ট্রেড ইউনিয়ন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর সাথেও অর্থপূর্ণ আলোচনা করা উচিত, যাতে শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত অর্থে আইনের নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়।

**উপসংহার**

- শ্রম সংস্কারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যবসা সহজীকরণের (ease of doing business) পাশাপাশি শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু যখন কোটি কোটি শ্রমিকের সুরক্ষায় ব্যবহৃত হতে পারত এমন নিয়মগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রেখে দেওয়া হয়, তখন তা কেবল আইনের খসড়া তৈরির অসতর্কতা নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট নীতিগত অবস্থানকে নির্দেশ করে; যার খেসারত শ্রমজীবী শ্রেণিকে আগামী বহু বছর ধরে দিতে হবে।
- শ্রম বিধিমালার নিয়মাবলী বা রুলস জারির মাধ্যমে একটি আইনি প্রক্রিয়া হয়তো সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এটি দীর্ঘদিনের কাঠামোগত অসঙ্গতি ও বৈষম্যগুলো দূর করার একটি সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছে। 'শ্রম সংস্কার'-এর প্রতিশ্রুতি যেন শ্রমিকের প্রকৃত সুরক্ষায় রূপান্তরিত হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট কিছু সংশোধনী আনা।

*Q. Labour reforms should balance economic efficiency with social justice. In the light of the recently notified Labour Code Rules, discuss whether India's labour reforms adequately protect workers' rights. 15 Marks*

***

## Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM

IAS 10-Month GS PCM

Degree + IAS

Prelims Test Series

***Click here to watch this video***